



145198 - মসজিদে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অনুসন্ধান করা এবং এর ঘোষণা দেওয়া জায়যে নহে

প্রশ্ন

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারিয়ে যাওয়া বস্তু খুঁজতে দেখে, সে যেন তাকে বলে: আল্লাহ তোমাকে এটি ফিরিয়ে না দকি; কারণ মসজিদ এ জন্য নির্মিত হয়নি।” উক্ত হাদীস অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলে এবং সটেরি ঘোষণা না দেয়; বরং ইমাম কথিবা মসজিদে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বিষয়টি জানায় তাহলে কী তারাও নষিধোজ্জ্ঞের অন্তর্ভুক্ত হবে? এই নষিধোজ্জ্ঞ কী হারানো কিসের সাথে নরিদ্ষিট; নাকি মসজিদে সব ধরনের ঘোষণা ও অনুসন্ধানকেও অন্তর্ভুক্ত করে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মসজিদে হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া বা তার পরচয় তুলে ধরা বৈধ নয়। কারণ মসজিদ এ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি। বরং মসজিদ নির্মিত হয়েছে আল্লাহর যিকিরি প্রতিষ্ঠার জন্য। সহিহ মুসলমি (৫৬৮) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি মসজিদে কাউকে হারানো জনিসিরে ঘোষণা দিতে শুনবে, সে যেন বলে: ‘আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।’ কেননা মসজিদ এ জন্য নির্মিত হয়নি।”

সহিহ মুসলমি (৫৬৯) বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে ঘোষণা দলি: লাল উটটির সন্ধান ক দিতে পারবে?’ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তুমি যেন সটো আর খুঁজে না পাও! নশিচয় মসজিদ এ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি।”

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ‘তুমি যেন তা আর খুঁজে না পাও’ এটি তার অবাধ্যতা ও ভুলের শাস্তিস্বরূপ। যে ব্যক্তি এমন ঘোষণা শুনবে, তার উচিত এটা বলা: ‘তুমি যেন না আর খুঁজে না পাও; নশিচয় মসজিদ এ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি।’ অথবা বলা: ‘তুমি যেন তা আর খুঁজে না পাও; মসজিদ তো যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, কেবল সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই নির্মিত হয়েছে।’ যমেনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন।”[সমাপ্ত]

ইবনে আব্দলি বার রাহমাহুল্লাহ বলেন:

“আল্লাহ তা‘আলা মসজদিসমূহ সম্পর্কে বলছেন: এগুলো এমন ঘর, যগুলোকে উঁচু করার ও তাতে তাঁর নাম স্মরণ করার এবং তাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই মসজদিগুলো নর্মিত হয়েছে। সুতরাং যবে উদ্দেশ্যে নর্মিত হয়নি, তা থেকে মসজদিকে পবিত্র রাখা উচিত।”[আল-ইস্তযিকার (২/৩৬৮)]

বাইহাকী ‘আস-সুনান’ (২০৭৬৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়াল্লাহু আনহু মসজদিরে পাশে একটি খোলা জায়গা তরৈ করেন, যার নাম দনে ‘আল-বুতাইহা’। তিনি বলতেন: “যবে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলতে চায়, কবিতা আবৃত্তি করতে চায় বা কলোহল করতে চায়, সে যনে এই খোলা জায়গায় বরৈয়ে যায়।” দেখুন: আল-ইস্তযিকার (২/৩৬৮)।

যবে ব্যক্তি হারানো জনিসিরে ঘোষণা দতি চায়, সে যনে মসজদিরে বাইরে যায়। এমনকি সে যদি একটি কাগজে লখি মসজদিরে বাইরেরে দয়োলো ঝুলিয়ে দেয়, তাতেও কোনো অসুবধি নই।

আর যদি কারো জনিসি মসজদিরে ভতেরে হারিয়ে যায় এবং সে ইমাম, মুয়াজ্জনি বা কর্মচারীকে গোপনে জানায়, যাতে যনি জনিসিটি পয়েছেন তনি মালকিরে কাছে পট্টে দতি পারনে, তাতে কোনো সমস্যা নই, যদি বিষয়টি তাদের মধ্যই সীমাবদ্ধ থাকে।

শাইখ ইবনে বায রাহমাহুল্লাহ বলেন:

‘হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া বা ক্রয়-বক্রয়েরে জন্ম মসজদি নর্মিত হয়নি। বরং তা নর্মিত হয়েছে আল্লাহর ইবাদত, নামায, যকিরি, ইলমেরে মজলসি ইত্যাদিরে জন্ম।

যদি মসজদিরে বাইরেরে দয়োলো বা বাইরেরে দরজায় কাগজ লখি ঝুলানো হয়, তবে তাতে অসুবধি নই। কিন্তু ভতেরে ঝুলানো উচিত নয়। কারণ তা কথা বলার মতো হয়ে যায় এবং মানুষকে কাগজ পড়ায় ব্রস্তু করে দতি পারে।

অতএব, আমাদরে কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, মসজদিরে ভতেরে কাগজ ঝুলানো জায়যে নয়। কারণ এর অর্থই হলো হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া। তবে যদি মসজদিরে পছেনরে বাইরেরে দয়োলো বা মসজদিরে বাইরে দরজায় লখো হয়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নই।”[সংক্ষপেতি][ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব (২/৭০৯)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘যহেতু আল্লাহ মসজদিকে নজিরে দকি সম্বন্ধযুক্ত করছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজদিকে তাঁর রবেরে দকি সম্বন্ধযুক্ত করছেন, আর আল্লাহ এগুলোকে মর্যাদা দিয়েছেন, তাই এগুলোর সম্মান, বধিান ও মর্যাদা রয়ছে।

মসজদিরে বধিানরে অন্তর্ভুক্ত হলো: এতে ক্রয়-বক্রয় করা জায়যে নয়, তা কম হোক বা বেশি হোক। তমেনি হারানো জনিসিরে ঘোষণা দেওয়া যাবে না। কটে যদি এসে বলে: আমার অমুক জনিসি হারিয়ে গেছে, যমেন: টাকা-পয়সার থলে, এটি



হারাম; জায়যে নয়। এমনকি যদি প্রবল ধারণা হয় যে তা মসজিদেই চুরি হয়েছে, তবুও নয়। তুমি বলবে না: আমি কীভাবে তা উদ্ধার করব? বরং মসজিদে দরজার বাইরে বসে বলুন: আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতিদান দান, আমার অমুক জনিসি হারিয়ে গেছে। ভাইয়েরা, মূল কথা হলো মসজিদকে সম্মান করা আবশ্যিক।” [সংক্ষিপ্তেতি] [শরহু রিয়াদসি সালহীন (পৃষ্ঠা ২০১৪)]

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“মসজিদে দরজার বাইরে নরিদ্ষিট স্থানে বজিঞপ্তি টাঙানো যেতে পারে, যাতে লোকেরা তা জানতে পারে।” [সমাপ্ত] [ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দায়মি (৫/২৭৫)]

দুই:

মসজিদে হারানো জনিসি খোঁজার ব্যাপারে যে নষিধোজ্ঞা এসছে সেটো সব ঘোষণা বা উচ্চবাচ্চরে ব্যাপারে সাধারণ। তবে যদি তা আনুগত্য ও সংকাজরে আহ্বান সংক্রান্ত হয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নাই।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“মসজিদসমূহকে অথবা এর কোনো অংশকে কথিবা মসজিদে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাইরের আঙনিকে নোটশি, প্রচারপত্র, বজিঞপন বোর্ড ও বাণজিয়কি বজিঞপন প্রদর্শনের জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা জায়যে নয়; চাই তা স্কুলের হোক, কারখানার হোক, প্রতিষ্ঠানের হোক কথিবা অন্য কিছুই হোক। কারণ মসজিদ মূলত নরিমতি হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য। যমেন নামাজ, যকিরি, দ্বীনি জ্ঞান শখো ও শখোনো, কুরআন তলিওয়াত করা এবং এ জাতীয় দ্বীনি কাজের জন্য।

অতএব, মসজিদকে এসব বিষয় থেকে পবতির রাখা আবশ্যিক, এর মর্যাদা রক্ষা করা জরুরি এবং মানুষকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত না করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে যা তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বচিযুত করে এবং আখরিতরে প্রতি মনোযোগে নষ্ট করে।” [ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দায়মি (৫/২৭৬-২৭৭) থেকে সংক্ষিপ্তেতি]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: একটি মসজিদে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, প্রতি বৃহস্পতিবার যারা রোযা রাখতে চান তাদের জন্য ইফতারের ব্যবস্থা আছে। এর হুকুম কী?

তিনি উত্তরে বলেন: “এই ঘোষণা দিতে কোনো সমস্যা নাই; কারণ এটুকল্যাণের দকি আহ্বান। এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বক্রয় নয়। হারাম হলো বচোকনো করা, ভাড়া দেওয়া বা ভাড়া নেওয়ার ঘোষণা দেওয়াসহ আরো যসেব কাজের জন্য মসজিদ নরিমতি হয়নি সেগুলো করা। কল্যাণের দকি আহ্বান করা, মানুষকে খাবার খাওয়ানো ও সদকা সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার



ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই।”[সমাপ্ত]

তাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘মসজিদে কিছু বজিঐপ্তি টাঙানোর বধিান কী? যমেন: হজ বা উমরার কাফলোর বজিঐপ্তি বা কোনও বয়ান বা দারসরে বজিঐপ্তি।’

তিনি উত্তরে বলেন: “যা আনুগত্য সংক্রান্ত ঘোষণা, তাতে কোনও সমস্যা নেই। কারণ আনুগত্য আল্লাহর নকৈট্য অর্জনের মাধ্যম। আর মসজদিগুলো আল্লাহর আনুগত্যরে জন্যই নরিমতি।

আর যা দুনিয়াবি বিষয়সংক্রান্ত, তা জায়যে নয়। বরং তা মসজদিরে বাইররে দয়োলে ঘোষণা করা যাবে। যমেন: হজ্জরে কাফলো একটি দুনিয়াবি বিষয়; তাই আমরা এটাকলে মসজদিরে ভতেরে ঘোষণা দেওয়ার পক্ষপাতী নই।

আর যকিরিরে মজলসি তথা ইলমি কের্‌স এগুলো নখিদ নকৌর কাজ, তাই এগুলোর ঘোষণা মসজদিরে ভতেরে দেওয়া যতে পারে। কারণ এগুলো নকৌর কাজ।”[শরহু মানযূমাতলি কাওয়াদি আল-ফকিহিয়্যা (পৃ. ৫২) থকে সংক্ষপেতি]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।